Seminar on **‘m-Governance: Embracing the New mobile Paradigm for Service Delivery’**

৪ মার্চ, ২০১০; সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকা
বঙ্গবন্ধু নভ: থিয়েটার, ঢাকা

ড. আতিউর রহমান, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ

প্রধান অতিথি

ডিজিটাল পাবলিক ইনোভেশন ফেয়ার ২০১০ এর **‘m-Governance: Embracing the New mobile Paradigm for Service Delivery’** অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি, প্রবন্ধ উপস্থাপক এম-গভর্নেন্স বিশেষজ্ঞ জনাব আসিফ সালেহ, উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থার নির্বাহী সুধী, অতিথিবৃন্দ-আচ্ছালামুআলাইকুম/শুভ সন্ধ্যা।

- প্রগতিশীল ও সমতাপূর্ণ বিশ্ব বিনির্মাণের পথনক্শা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals-MDG) এর আঙ্গিকে দিনবদলের অঙ্গীকার- **ডিজিটাল বাংলাদেশ** প্রতিষ্ঠা এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের রূপকল্প, **ভিশন-২০২১** বাস্তবায়নের নিরিখে **ডিজিটাল পাবলিক ইনোভেশন ফেয়ার ২০১০** এবং এ সূত্রে উপস্থাপনকৃত সেমিনার প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। জাতীয় প্রয়োজনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মেলায় এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অবশ্যই আনন্দিত।

- সুধীমণ্ডলী, আমরা অবগত আছি যে, দ্রুততম ও সহজতর গভর্নেন্স সিস্টেমই হলো **m-Governance.** কার্যত মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত্বরিৎ মোবাইল সেবা / তথ্য সেবা প্রদানের মধ্যমে প্রশাসনিক ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা হলো **m-Governance.** সরকার এবং নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকদের মধ্যে টু-ওয়ে যোগাযোগ সেবা প্রদানে এ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে। এম-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় নাগরিকেরা সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা সুবিধামত বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করতে পারে।

- আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কম; শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবকাঠোমোগত বৈষম্য আছে। এম-গভর্নেন্স ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে, সহজে তা দূর করা সম্ভব।

- সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাতে লেনদেন ব্যবস্থায় ই-পেমেন্ট প্রযুক্তি চালু করতে মনোনিবেশ করেছে। এদেশে সীমিত মাত্রায় শহরভিত্তিক ICT কাঠামো গড়ে উঠা সত্ত্বেও এই ই-পেমেন্ট বা ডিজিটাল সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যক্তিক বা প্রতিষ্ঠানের লেনদেন কার্যক্রম সহজ ও ত্বরান্বিত করতে সমর্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এভাবে ICT’র ব্যাপক ব্যবহারে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ICT ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেতে শুরু করবে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ, সিআইবি অন-লাইন, ডাটা ওয়্যার হাউজ, সিস্টেম ইন্ট্রিগ্রেশন, চিকিৎসা সেবা, ই-টেণ্ডারিং, ই-আবেদন পত্র গ্রহণ, মোবাইল-ব্যাংকিং, নানা পদক্ষেপে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে। এ পর্যন্ত ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে (ট্রাস্ট, ইবিএল, ডিবিবিএল, মার্কেন্টাইল, সিটি ব্যাংক এনএ) মোবাইল ব্যাংকিং করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

- এম-গভর্নেন্স চালু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানত **হিসাব সম্পর্কিত তথ্য সংক্রান্ত সুবিধা, পেমেন্ট, আমানত, অর্থ উত্তোলন ও স্থানান্তর সংক্রান্ত সুবিধা, বিনিয়োগ এবং সেবা বা সার্ভিসের** ক্ষেত্রে বেশকিছু কার্যক্রম নিষ্পন্নকরণ প্রত্যক্ষ করেছে। এর মধ্যে মিনি স্টেটমেন্ট, একাউন্ট ঝুঁকি, টার্ম ডিপোজিট, ঋণ স্টেটমেন্ট, কার্ড স্টেটমেন্ট, ইক্যুইটি স্টেটমেন্ট, চেক বইয়ের আদেশকরণ, চেকের পেমেন্ট বাতিলকরণ/ বন্ধ করণ, ব্যালান্স চেকিং, ত্বরিৎ লেনদেন, সুরক্ষা পিনকোর্ড পরিবর্তন, প্রয়োজনে এটিএম কার্ড ব্লককরণ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তর, বিল প্রদান প্রক্রিয়াকরণ, পিয়ার টু পিয়ার লেনদেন, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, স্টক কোট, এটিএম সার্ভিস, ব্যাংকিং বার্তা প্রদান, ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ, জামানত অনুমোদন, ক্রেডিট সম্পর্কিত সর্বশেষ অবস্থা জ্ঞাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে এম-গভর্নেন্সের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকার জনসাধারণকে এম-গভর্নেন্স সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দেশে আজ অব্দি প্রায় ৩৩% মানুষ মোবাইল সংযোগ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। তবে, সরকার ব্যাপকভিত্তিতে গ্রামের বিচ্ছিন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে এম-গভর্নেন্স সুবিধাদানের সাথে সাথে তার খরচ ন্যূনতম করতে চায়। এজন্য মোবাইল কোম্পানিগুলোর কলেবর আরো সম্প্রসারিত হবে। অর্থাৎ এম-গভর্নেন্স ব্যবসা চালুর মাধ্যমে উভয়পক্ষই উইন-উইন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

- এম-গভর্নেন্স বিশেষজ্ঞ খুব স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন ইতোমধ্যে দেশে **এম-হেলথ্, এম-এডুকেশন, এম-এগ্রিকালচার** ইত্যাদি খাতগুলিতে এম-সার্ভিসের কার্যকারিতা ও প্রাসংঙ্গিকতা ভালভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল মেলাতেও অনেক আধুনিক প্রযুক্তির সমাহার ঘটেছে। তবে, এম-গভর্নেন্স ব্যবস্থায় ঝুঁকি মোকাবেলা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এক্সপার্ট সেবা নিশ্চিত করাও খুব জরুরী।

- আমাদের দেশে অবকাঠোমোগত সমস্যার কারণে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রত্যাশিত মাত্রায় গভীরতা লাভ করতে পারেনি। তথাপি, **এম-গভর্নেন্স ব্যবস্থা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থার যোগ্য বিকল্প/সম্পূরক হয়ে উঠতে পারে**। এর মাধ্যমে সহজে, দ্রুততম সময়ে, কম খরচে এবং সর্বোপরি গোপনীয়তা রক্ষা করে জনসাধারণ তথা গ্রাহকদের কল্যাণে এম-গভর্নেন্স ব্যবস্থা খুবই উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে আমরা সর্বদা প্রত্যয়দীপ্ত থাকতে চাই। সরকারের নীতিনির্ধারক, এক্সপার্ট আর দেশপ্রেমিক আপামর জনগোষ্ঠীর নিরন্তর প্রচেষ্টায় সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন digitization বাংলাদেশে সম্পূর্ণরূপে সফল হবে।

- **ডিজিটাল পাবলিক ইনোভেশন ফেয়ার ২০১০** এর আয়োজক প্রতিষ্ঠান মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম এবং বিজ্ঞান এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মীদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সবাইকে অশেষ ধন্যাবাদ।